সাবেক মন্ত্রীর ভাই মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৪ সালে এনআই এ্যাক্টের ১৮ ধারায় মেহেরপুরের যুগ্ম দায়রা জজ ২য় আদালতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনার মামলা করেন তার ব্যবসায়ী অংশিদার দেবাশীষ কুমার বাগচি। যার মামলা নম্বর- এস.সি-১৫৬/২০২৪।

ওই মামলায় ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত সরফরাজ হোসেনের মৃদুলকে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার দ্বিগুন জরিমানা ও এক বছরের সাজা প্রদান করে রায় দেন। রায় ঘোষণার নির্দিষ্ট সময় পার হলেও আসামি সরফরাজ হোসেন মৃদুল কোন আপিল করেননি।

পরবর্তিতে ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি বাদি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৬ ধারা মতে জরিমানা টাকা আদায়ের জন্য একই আদালতে আবেদন করেন। আদালতের বিচারক মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান আবেদনটি আমলে নিয়ে চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি জরিমানার টাকা আদায়ে আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও মালামাল ক্রোক করার জন্য মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে নির্দেশ দেন । একই আদেশের কপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও পাঠানো হয়।

আসামী শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মালিকানাধীন ৩কোটি ৬০ লাখ টাকা সমপরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকায় আদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ৩টি সিলিং ফ্যান, ১টি ফ্রিজ, ২টি খাট, এক সেট সোফা, ২টি আলমিরা, ১টি ড্রেসিং টেবিল, ১টি এসি। যেগুলোর মুল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এছাড়া স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজায় ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২.৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০.০০৩২ একর জমি, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০.০২৭৫ একর জমি, একই

খতিয়ানের ভিন্ন দাগে ০.০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানের ০.০৪২১ একর জমি, হরিরামপুর মৌজায় ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০.৪৬ একর জমি। মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৩.৩৬৪৫ একর জমি যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, “ ক্রোক আদেশের নথি ঈদের আগ পযর্যন্ত পাইনি। ছুটি শেষ করে রবিবার অফিস করবো। আদেশ কপি পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

দামুড়হুদায় বোনের দেহ দাফন করতে এসে বড় ভাইয়ের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামে ঘটেছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বোনের লাশ দাফন করতে এসে মারা গেছেন বড় ভাই। বুধবার সকাল ১০টার দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, ডুগডুগি গ্রামের নূরুর স্ত্রী শিরিনা খাতুন (৫০) ভোরে নিজ ঘরে মৃত্যুবরণ করেন। ভোরে তার বড় মেয়ে শান্তনা স্বপ্নে দেখেন তার মা মারা গেছেন। পরে তিনি ঘরে গিয়ে ডাকাডাকি করলেও কোনো সাড়া না পেয়ে নিশ্চিত হন যে মা আর নেই। এ সময় পরিবারের মধ্যে শুরু হয় কান্না-আহাজারি।

খবর পেয়ে শিরিনা খাতুনের ভাই নিজাম উদ্দিন (৬০) আকন্দবাড়ীয়া গ্রাম থেকে ছুটে আসেন বোনের লাশ দেখতে। কিন্তু লাশ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে উজিরপুর এলাকায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত নিজাম উদ্দিন দর্শনা থানার আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের মৃত জানবার মণ্ডলের বড় ছেলে ছিলেন।

পরিবারের দুই সদস্যের এমন পরপর মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বেলা ১২টার দিকে শিরিনা খাতুনের জানাজা শেষে ডুগডুগি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

অপরদিকে, তার ভাই নিজাম উদ্দিনের লাশ আছরের নামাজের পর জানাজা শেষে আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের তমালতলা কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

আলমডাঙ্গায় দুই ভাইকে কুপিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের ফুলবগাদি গ্রামে নিজ জমিতে বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর হামলায় জখম হয়েছেন দুই ভাই। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার (০১ অক্টোবর) সকালে।

আহতরা হলেন ফুলবগাদি গ্রামের মোনর আলীর দুই ছেলে মোতালেব হোসেন (৪০) ও সাইফুল ইসলাম (৪৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে মোতালেব ও সাইফুল নিজ জমিতে বেড়া দেওয়ার কাজ করছিলেন। এ সময় প্রতিবেশী আসাদ ও তার সহযোগীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে।

আহত সাইফুল ইসলামের স্ত্রী নাসিমা খাতুন জানান, “নিজ জমিতে বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী আসাদ ওরফে সোলাইমানদের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি হয়। তারা বলে, জমিতে বেড়া দিলে ফসল ফলাতে সমস্যা হবে। আমি জানাই, ফসল ফলানোর সময় বেড়া সরিয়ে নেওয়া হবে। এরপরও তারা গালিগালাজ ও হত্যার হুমকি দেয়। বিষয়টি পুলিশকেও জানানো হয়েছিল।”

তিনি আরও বলেন, “এরই জেরে আজ সকালে আমার চাচাতো দেবর মুজিবর, সিদ্দিক, নূর ইসলাম, আসাদ ওরফে সোলাইমান, সাব্বিরসহ কয়েকজন লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়। এতে আমার স্বামী ও দেবরকে কুপিয়ে জখম করে। আমি প্রতিবাদ করলে আমাকেও বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। পরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তায় দুজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।”

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ইসরাত জেরিন জেসি বলেন, “দুজনের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও অপরজনকে ভর্তি রাখা হয়েছে।”

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, “ঘটনাটি শুনেছি। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

গাংনীতে বিসিআইসি সার ডিলারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত সার অতিরিক্ত দামে বিক্রী ও ক্রেতাদের সাথে অসাদাচারণসহ নানা অভিযোগ উঠেছে।

‎ভুক্তভোগী কৃষকরা অভিযোগ করেন, বিসিআইসি ডিলার এনামুল হক প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার না দিয়ে স্থানীয় খুচরা সার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রী করে আসছেন বলে অভিযোগ করেছেন ।

‎‎তারা অভিযোগ করেন, স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের অনুগত আওয়ামীলীগ নেতা এনামুল হক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নিজ নামে এবং পরিবারের অন্য সদস্যের নামে বেনামে প্রায় কয়েকটি ডিলারের লাইসেন্স নিয়ে কৃত্তিম সার সংকট তৈরী করছেন। ‎সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে তিনি বরাদ্দকৃত সার অতিরিক্ত দামে ব্যবসায়িদের মাঝে বিক্রী করে আসছেন।

‎‎এবিষয়ে ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য নুরু ইসলাম বলেন, আমার এলাকার কৃষকরা সার না পেয়ে আমাকে জানান। কৃষকদের অনুরোধে সবার সম্মুখে বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি আমার সাথে খারাপ আচরণ করেন। এমনকি হুমকি দিয়ে বলেন, আপনি কিসের নেতা, আপনি বিএনপি’র আমজাদ ভাই, জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আসাদুজ্জামান বাবলুকে জানান। এছাড়াও বেগম খালেদা জিয়ার কাছে তার লোক আছে বলেও

দম্ভোক্তি দেখান।

‎‎গাংনী উপজেলা উপসহকারী একাধিক কৃষি কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হক তার ইচ্ছামত ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সরকারি সার বাইরে বিক্রয় করছেন এবং প্রকৃত কৃষকদের দিচ্ছেনা, এমন ঘটনায় তাকে বলতে গেলে সে আমাদের সাথেও খারাপ আচরণ করে আসছে। আমরা সরকারি কর্মকর্তা এ কারণে মুখ খুলতে পারিনা।

‎‎এ ব্যাপারে ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি নুর ইসলামকে হুমকি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, নুর ইসলাম অতিরিক্ত সার নেওয়ার জন্য আমাকে হুমকি দিয়েছে। সার ইউনিয়নের সাব ডিলাররা নিয়ে যায়। এছাড়া উপসহকারী কৃষি অফিসারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিক্রী করা হয়। অতিরিক্ত দামে কোন সার বিক্রী করা হয় না।

ধানখোলা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড যুগিন্দা গ্রামের সাব ডিলার মফিজুল ইসলাম জানান, বিসিআইসি ডিলাররা আমাদের বরাদ্দকৃত সার সঠিক ভাবে না দিয়ে কম দেয়। কিছু সার দিলেও তাদের নির্দেশনা মোতাবেক বিক্রী করতে হয়। এতে আমরাও সমস্যায় আছি। কৃষকদের চাহিদা পূরণ হয় না। ‎

‎এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলার কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন জানান, বিষয়টি শুনেছি, খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে,অনিয়ম হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও উপসহকারী কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার বিক্রয় করার জন্য।

জীবননগরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা, আহত আরেক ভাই

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে দুই ভাইকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় আরেক ভাই গুরুতর আহত হয়েছেন।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার উথুলী ইউনিয়নের মিথে মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, উথুলি গ্রামের মাঝেরপাড়ার মৃত খোদা বক্স মণ্ডলের দুই ছেলে আনোয়ার (৫৫) ও হামজা (৪৫)।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার সকালে আনোয়ার ও হামজা উথুলি ব্রিজ মাঠে কাজ করতে গেলে ৮-১০ জন লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রথমে হামজা এবং পরে আনোয়ার মারা যান।

একটি সূত্র জানায়, প্রায় চার মাস আগে গরু কেনাবেচা নিয়ে বিরোধের জের ধরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। নিহতরা গরু বিক্রেতা এবং হামলাকারীরা গরু ক্রেতা বলে জানা গেছে। তবে হামলাকারীদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় উথুলি এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, দুজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আঘাত করা হয়েছে। হাসপাতালে আনার আগেই একজন মারা যান, আরেকজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে গরু কেনাবেচা নিয়ে পূর্ব থেকে বিরোধ চলছিল। আজ মাঠের মধ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার খবর পেয়েছি। মরদেহ হাসপাতালে আছে, ঘটনাস্থলে পুলিশের টিম পাঠানো হয়েছে।

মহেশপুরে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সকালের ভাত খাওয়া নিয়ে তর্ক বিতর্কের জের ধরে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুন হয়েছে। সোমবার (২৮ জুলাই) উপজেলার পলিয়ানপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে ।

নিহত জামাল হোসেন (২১) একই উপজেলার কাজিরবেড় ইউনিয়নের পলিয়ানপুর গ্রামের মোজাম্মেল হোসেনের ছেলে। স্থানীয় ইউপি সদস্য হযরত আলী জানান, সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভাত খাওয়া নিয়ে বড় ভাই

উজ্জল হোসেনের সঙ্গে বিকর্তে জড়ায় ছোট ভাই জামাল। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উজ্জলের হাতে থাকা পিয়ারা কাটা ছুরি দিয়ে জামালের পেটে আঘাত করে।

এতে তিনি গুরুতর আহাত হন। খবর নিশ্চিত করে মহেশপুর থানার ওসি সাজ্জাদ হোসেন জানান, সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভাত খাওয়ার মতো অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বড় ভাই উজ্জল হোসেনের সঙ্গে ছোট ভাই জামালের তর্কবিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে উজ্জলের হাতে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে ছোট ভাই জামালের পেটে আঘাত করে।

এতে তিনি গুরুতর আহত হন। জামালকে উদ্ধার করে নিকটস্থ ভৈরব বাজারের একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু ঘটে।

ওসি আরো জানান, নিহত জামালের বড় ভাই উজ্জল একজন ঝালমুড়ি ও পেয়ারা বিক্রেতা। তার হাতে সব সময় ধারালো ছুরি থাকতো। সেই ছুরি দিয়েই আঘাত করেছে। ঘটনার পরপরই উজ্জল পালিয়ে গেছেন। বেলা ৩টার দিকে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হচ্ছে।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে বোনের মৃত্যুর শোকে বড় ভাইয়ের মৃত্যু

বোন নবীছন নেছার মৃত্যুর ১৭ ঘন্টা পর মারা গেলেন তার বড় ভাই সুন্নত আলী।
ঘটনাটি মেহেরপুৃর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার।

স্থানীয়রা জানান, বিগত ৫ রমজানের দিনে নবীছন নেছা ঘরে লেম্প জালাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিছুদিন চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। অবশেষে গতকাল মঙ্গলবার (২ মে) সকাল ৮ টার সময় মারা যান তিনি। বিকালে দফন শেষ করে এসে ভাই সুন্নত আলী অসুস্থ

হয়ে পড়েন। পরে মঙ্গলবার (২ মে) দিবাগত রাত তিনটার দিকে নিজ বাড়িতে মারা যান তিনি।

সুন্নত আলী স্থানীয় মসজিদের মুয়াজ্জিনের দায়ীত্ব পালন করতেন। সে ওই গ্রামের মৃত জাহিদ শেখের ছেলে।
কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ভাই বোনের মৃত্যু নিয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।